দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিকে উন্নীত হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরা হচ্ছে।এজন্য নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান ও স্বীকৃতি বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন পরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন তৈরির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (মাধ্যমিক) সভাপতি করে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর মাধ্যমিক স্তরে একীভূত হবে।

বর্তমানে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা প্রচলিত আছে। তবে সাধারণ শিক্ষার ধারাই বেশির ভাগ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মাধ্যমিক স্তরের এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক। মাধ্যমিক স্তরের এই শিক্ষা কাঠামো ৩ +২+২ বছরে বিন্যস্ত। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর হলো তিন বছর মেয়াদী ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দুই বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তর হলো নবম ও দশম শ্রেণী।আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরও দুই বছর মেয়াদী। সেটি হলো একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সমন্বয়ে।এসব নানামুখী শিক্ষার কারণে নানা

(১১: পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

(১২-এর পাতার পর)

সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। এসব বিভিন্ন ধারাকে একীভূত করার চিন্তাভাবনা বহুদিন ধরেই চলে আসছিল। কিন্তু তা বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দেশে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে তিন হাজার দুশ'৪৫টি। এর সবকটি প্রাইভেট বিদ্যালয়।পাবলিক বিদ্যালয় নেই একটিও। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এসব স্কুলে প্রায় আট লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে।বর্তমান সরকার চাচ্ছে দেশের নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করতে।এক প্রকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার এ লক্ষ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছে।

গত ১২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বাবুল কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই কথা উল্লেখ করে বলা হয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান ও স্বীকৃতি বন্ধ করাসহ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের অর্ডিন্যান্স ও সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (মাধ্যমিক) সভাপতি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন কর্মকর্তা ও দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট) বিদ্যালয় পরিদর্শককে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রজ্ঞাপনের কপি সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এই প্রজ্ঞাপনের কথা স্বীকার করলেও তিনি বলেন এখনও পুরো বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। প্রতিবেদন জমা দেয়ার পর এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বলা চলে বিষয়টি এখনও চিন্তাভাবনার পর্যায়ে রয়েছে।